

## বেসামাল ছাত্রলীগ প্রধানমন্ত্রী, এদের থামান

ঢাকা থেকে প্রকাশিত অধিকাংশ জাতীয় দৈনিকের গড়কাল বুধবার লিড ছবি ছিল টিনএজ ছেলেদের হাতে চাপাতি। একজন আরেকজনকে ট্রি স্টাইলে কোপাচ্ছে। কসাই যেমন গোশতের টুকরায় কোপ মারে ঠিক সেভাবে। না, তারা কসাই নয়। তারা ছাত্র। ছাত্রের বাইরে তাদের পরিচয় তারা সরকারি দলের ছাত্র সংগঠনের সদস্য। মানে ছাত্রলীগ। প্রতিপক্ষের সঙ্গে সংঘর্ষে তারা কোপাকুপিতে লিপ্ত নয়, তাদের প্রতিপক্ষ নিজেরাই। নিজেরা নিজেদের ওপর একেবারে কোপ মারছে আর সে কোপ গিয়ে পড়ছে সরকারি দলের ওপর। এতে ছাত্রলীগ যেমন ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে তেমন হচ্ছে আওয়ামী লীগ। আওয়ামী লীগের সব অর্জন ছাত্রলীগের চাপাতির কোপে টুকরো টুকরো হচ্ছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুহসীন হলে ছাত্রলীগের দু'ক্রপের সংঘর্ষ: আহত ১৬। স্বপ্নকল্পে বরিশাল পুলিশকেন্দ্রিক: আহত ১৫, দুই নেতার পায়ের রগ কেটেছে প্রতিপক্ষ। পুলিশ কর্মকর্তাকে বেধড়ক পেটালো জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগ। ছাত্রলীগ একাই যথেষ্ট। হাই কমান্ডের নির্দেশ উপেক্ষিত, চলছে চাঁদা ও টেন্ডারবাজি। আওয়ামী লীগের তৃণমূলে দলাদলি, বিভক্তি-চাপাতি প্রদর্শনের সঙ্গে বিভিন্ন পত্রিকার শিরোনাম ছিল উপর্যুক্ত কথাগুলো। এ শিরোনাম শাসক দলের জন্য বিস্তৃতকর হলেও প্রতিদিনই স্ক্রোলের কোনো না কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এ ধরনের চাপাতির ব্যবহার প্রমাণ করে ছাত্রলীগ আওয়ামী লীগের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে। ছাত্রলীগের রাজনীতি বন্ধ করে দেয়া ছাড়া আর কোনো গত্যন্তর নেই বলে এখন মনে হচ্ছে।

সরকারি দলের শীর্ষ নেতারা যদি এখনই ছাত্রলীগকে থামানোর চেষ্টা না করে তাহলে আওয়ামী লীগ খেমে যাবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে আমাদের অনুরোধ, ছাত্রলীগের অপকর্ম বন্ধে দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ নিন। কথায় কিংবা হুশিয়ারিতে যখন কাজ হচ্ছে না তখন কার্যকর পন্থা অবলম্বন খুবই জরুরি।

চাপাতির কোপ যে খাচ্ছে এবং যে মারছে উভয়ের বয়স উনিশ-কুড়ির বেশি হবে না। অথচ তাদের উদ্ভ্রতা, টেন্ডারবাজি, চাঁদাবাজি, অস্ত্রবাজি, ইভিটকিং ও আধিপত্য বিস্তার দেখে মনে হয় তারা পেশাদার সন্ত্রাসী। তাদের বেপরোয়া কর্মকাণ্ডে পুলিশ ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সরকারি প্রশাসন রীতিমতো অসহায়। কতটুকু অসহায় হলে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন পুলিশ কর্মকর্তা বেধড়ক মারের সম্মুখীন হন, শিক্ষক টানা হেঁচড়ার মুখে পড়েন, ফেনসিডিল ধরার অপরাধে বিভিটার সদস্যের গায়ে হাত তোলা হয় তা আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতাদের ভেবে দেখা দরকার। যারা এসব অপকর্ম করছে তারা ক্ষমতার দাপট দেখানোর জন্য ছাত্রলীগ করছে, না আওয়ামী লীগকে ভালবেসে ছাত্রলীগ করছে তা দ্রুত বিশ্লেষণ জরুরি। অবস্থা এমন পাড়িয়েছে যে-ই জিন্স প্যান্ট আর টি-শার্ট পরছে এবং হাঁটুর কাছে লম্বা ফিতার একটা ব্যাগ ঝোলাচ্ছে, সে-ই নিজেকে ছাত্রলীগ পরিচয় দিচ্ছে। পরিচয় দিয়েই ক্ষান্ত হচ্ছে না, মাত্র ২ টাকা বাস ভাড়ার জন্য অনেকে ছাত্রলীগের পরিচয় ব্যবহার করছে এবং পাবলিক পরিবহনে বিনা ভাড়ায় দল বেঁধে উঠে যে ধরনের আচরণ করছে তাতে আওয়ামী লীগের সুনাম শূন্যের কেঁটায় নেমে যাচ্ছে।

সরকারি দলের শীর্ষ নেতারা যদি এখনই ছাত্রলীগকে থামানোর চেষ্টা না করে তাহলে আওয়ামী লীগ খেমে যাবে। তখন চাপাতিওয়াল ছাত্রলীগের কাউকে বৃদ্ধে পাওয়া যাবে না। তারা অন্য দলে ভিড়বে। ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে মানকাসক্তির প্রবল অভিযোগও উঠবে। অগ্নিমূলের ফেনসিডিল কিনে নেশা করার জন্য তাদের এ অগ্নিমূর্তি কি না তাও ভেবে দেখা উচিত। মাদকের অবাধ প্রবাহ বন্ধ করলে যুবসমাজ অনেক শান্ত হয়ে যাবে। তাই ছাত্রলীগের অরাজকতা বন্ধের জন্য মাদকের বিপ্লবনক বিস্তার রোধ করা এখন সময়ের দাবি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে আমাদের অনুরোধ, ছাত্রলীগের অপকর্ম বন্ধে দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ নিন। কথায় কিংবা হুশিয়ারিতে যখন কাজ হচ্ছে না তখন কার্যকর পন্থা অবলম্বন খুবই জরুরি।